গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা: ৬ (কলেজ-১)
২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির নীতিমালা-২০১৫

১। সংজ্ঞা : এই নীতিমালায়-

১.১ 'বোর্ড' বলতে স্বীকৃত কোন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড/বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/ বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বুঝাবে;

১.২ কলেজ/সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলতে দেশের কোন বোর্ড হতে উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের স্তরে পাঠদানের জন্য অনুমতিপ্রাপ্ত বা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে;

১.৩ 'নির্ধারিত ফরম' বলতে ভর্তির জন্য নির্ধারিত আবেদন ফরম বুঝাবে;

১.৪ 'শিক্ষার্থী'/'প্রার্থী' বলতে ছাত্র ও ছাত্রী উভয়কে বুঝাবে।

২। ভর্তির যোগ্যতা ও শাখা নির্বাচন ঃ-

২.১ ২০১৩, ২০১৪ ও ২০১৫ সালে দেশের যে কোন শিক্ষা বোর্ড এবং বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে এই নীতিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.২ বিদেশি কোন বোর্ড বা অনুরূপ কোন প্রতিষ্ঠান হতে সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক তার সনদের মান নির্ধারণের পর দফা (২.১) এর অধীনে ভর্তির যোগ্য বিবেচিত হবে।

২.৩ ভর্তির জন্য একজন প্রার্থী নিম্নরূপ শাখা নির্বাচন করতে পারবে, যথা ঃ

(ক) বিজ্ঞান শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি ;
(খ) মানবিক শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার যে কোন একটি এবং
(গ) ব্যবসায় শিক্ষা শাখা হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা ও মানবিক শাখার যে কোন একটি।

৩। প্রার্থী নির্বাচনে অনুসরণীয় পদ্ধতি ঃ-

৩.১ ভর্তির জন্য কোন বাছাই বা ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে না। কেবল শিক্ষার্থীর এসএসসি বা সমমান পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে ভর্তি করা হবে।

৩.২ ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর বিভাগীয় সদরের কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ৯০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১০% আসনের মধ্যে ৩% উল্লিখিত বিভাগীয় সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য, ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের জন্য এবং অবশিষ্ট ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধ:স্তন দপ্তরসমূহ এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও গভর্ণিং বডির সদস্যদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র দাখিল করতে হবে।

৩.৩ বিভাগীয় শহর ব্যতীত অন্যান্য জেলা শহরের কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ৯০% আসন সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং অবশিষ্ট ১০% আসনের মধ্যে ৩% জেলা সদরের বাইরের (যে কোন অঞ্চলের জন্য) শিক্ষার্থীদের জন্য, অবশিষ্ট ৫% মুক্তিযোদ্ধার সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের জন্য এবং অবশিষ্ট ২% শিক্ষা মন্ত্রণালয়, এর অধ:স্তন দপ্তরসমূহ এবং স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারী ও গভর্ণিং বডির সদস্যদের সন্তানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। যদি প্রার্থী না পাওয়া যায় তবে সাধারণ কোটায় ভর্তি করা যাবে। মুক্তিযোদ্ধা সন্তান/ সন্তানের সন্তানদের সনাক্তকরণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে প্রদত্ত সনদপত্র ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে দাখিল করতে হবে।

৩.৪ দফা (৩.২) ও (৩.৩) এ উল্লিখিত ৯০% আসনে বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের কোন শিক্ষার্থী নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাঁধা থাকবে না এবং উক্ত নির্বাচন বিভাগীয় বা জেলা শহরের বাইরের শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষিত আসনকে প্রভাবিত করবে না।

৩.৫ (ক) GPA-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ ৪৮ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (১০ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ১০ × ৫ = ৫০ পয়েন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৮ উল্লেখ করা হয়েছে)। ২০১৩ ও ২০১৪ সালে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে GPA-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সকল বিষয়ের উপর সর্বোচ্চ ৪৩ গ্রেড পয়েন্ট ধরে প্রাপ্ত জিপিএ এর ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করতে হবে (৯ বিষয়ের প্রতি বিষয়ে গ্রেড পয়েন্ট ৫ হিসেবে ৯ × ৫ = ৪৫ পয়েন্ট হওয়ার কথা। কিন্তু চতুর্থ বিষয়ে ২ পয়েন্ট বাদ দেয়ার কারণে সর্বোচ্চ পয়েন্ট ৪৩ উল্লেখ করা হয়েছে)। এক্ষেত্রে ৪৩ পয়েন্টকে ৪৮ পয়েন্ট এর সাথে সমতুল্য করে হিসাব করা হবে।

(খ) বিজ্ঞান বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে সমান জিপিএ প্রাপ্তদের মেধাক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ গণিত অথবা উচ্চতর গণিত/জীববিজ্ঞানে প্রাপ্ত জিপিএ বিবেচনায় আনতে হবে।

(গ) দফা (খ) এর বিধান সত্ত্বেও যদি প্রার্থী বাছাইকল্পে উদ্ভূত জটিলতা নিরসন না হয়, তবে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞানে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঘ) মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের ক্ষেত্রে সমান পয়েন্ট অর্জনের বিষয়টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(ঙ) এক বিভাগের প্রার্থী অন্য বিভাগে ভর্তির ক্ষেত্রে মোট গ্রেড পয়েন্ট একই হলে পর্যায়ক্রমে ইংরেজি, গণিত ও বাংলা বিষয়ে অর্জিত পয়েন্ট বিবেচনায় আনতে হবে।

(চ) দফা (ক) থেকে (ঙ) এর আলোকে মেধাক্রম নির্ধারণ না করা গেলে বর্ণিত একই নিয়মে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে।

৩.৬ **এ নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন স্কুল এন্ড কলেজে/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান হতে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীগণ প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত যোগ্যতা সাপেক্ষে স্ব স্ব বিভাগে (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব বিভাগে ভর্তি নিশ্চিত করেই কেবল অবশিষ্ট শূন্য আসনে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ধারা ৩ এর উপবিধান (৩.২) ও (৩.৩) অনুসরণ করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো যাবে। তবে এ সকল প্রতিষ্ঠানের সকল ভর্তিই অনলাইনে হবে।**

৩.৭ ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে, কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ ন্যুনতম যোগ্যতা নির্ধারণ করতে পারবে।

৩.৮ নারী শিক্ষার সম্প্রসারণে প্রত্যন্ত/অনগ্রসর অঞ্চলে সহশিক্ষার কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে প্রয়োজনে ছাত্রীদের জন্য ১০% কোটা সংরক্ষণ করা যাবে। একাদশ/সমমানের শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে সকল পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিষয়টি সহৃদয়তার সাথে বিবেচনা করতে হবে।

৩.৯ কারিগরি শিক্ষার ডিপ্লোমা কোর্সসমূহে ভর্তির ক্ষেত্রে লিখিত পরীক্ষা (৫০% নম্বর) ও জিপিএ (৫০%) ভিত্তিতে মেধাক্রম নির্ধারণ করা হবে।

৩.১০ কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে তাদের ভর্তি সংক্রান্ত সকল তথ্য ওয়েব সাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৩.১১ সকল কলেজ/উচ্চমাধ্যমিক/সমমানের বিদ্যালয়কে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে ভর্তির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের তালিকা একই দিনে (দফা ৬ এর গ'তে বর্ণিত) প্রকাশ করতে হবে। কোন প্রতিষ্ঠান/মন্ত্রণালয় নির্ধারিত তারিখের বাইরে নিজ ইচ্ছামাফিক ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে পারবে না।

৪। অন লাইনে ভর্তি ঃ-

৪.১ ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ন্যুনতম ৩০০ জন শিক্ষার্থী আছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্য অনলাইনে অথবা টেলিটক মোবাইল এসএমএস এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। তবে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০০ জনের কম শিক্ষার্থী আছে সে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও অনলাইনে ভর্তির কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারবে।

৪.২ অনলাইনে আবেদনের ক্ষেত্রে ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা আবেদন ফি টেলিককের মাধ্যমে জমা সাপেক্ষে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ)টি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের পছন্দক্রম দিতে পারবে। অনলাইনে মাত্র একবারই আবেদন করতে পারবে, অন্যদিকে এসএমএস-র ক্ষেত্রে প্রতি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের জন্য ১২০/- (একশত বিশ) টাকা আবেদন ফি প্রদান সাপেক্ষে পছন্দক্রম অনুযায়ী একাধিক কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে আবেদন করতে পারবে।

লেখাপড়া বিডি.কম
হাতের মুঠোয় লেখাপড়ার সকল তথ্য...

৫। **বিজ্ঞপ্তি, ভর্তি ও ফি ঃ-**

৫.১ অনুচ্ছেদ ৮.২ অনুসরণপূর্বক কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত আসন সংখ্যা (বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা, শিফট, মহিলা, সহ-শিক্ষা, ভার্সন, ভর্তি ফি ইত্যাদি তথ্য) ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করবে। বোর্ডের পূর্বানুমতি ব্যতিত নির্ধারিত আসন সংখ্যার অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা যাবে না। বোর্ডসমূহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অবস্থিত কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে এই বিধানের ব্যত্যয় রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.২ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফিসহ অনুমোদিত অন্যান্য সকল ফি, আসন সংখ্যা, ভর্তির যোগ্যতা ইত্যাদি উল্লেখ করে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নোটিস বোর্ডসহ বিজ্ঞপ্তি যথাযথভাবে প্রচারের মাধ্যমে ভর্তির জন্য প্রার্থীদের নিকট হতে অনলাইনে আবেদন অথবা এসএমএস আহবান করবে।

৫.৩ অনলাইনে আবেদন/এসএমএস প্রাপ্তির পর কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান এ নীতিমালা অনুযায়ী তার আসন সংখ্যার সমান সংখ্যক বোর্ড থেকে প্রাপ্ত ভর্তিযোগ্য প্রার্থীদের মেধাক্রম তালিকা কলেজের নোটিস বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করতে হবে। মোট আসনে নির্বাচিত কোন প্রার্থী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভর্তি না হলে কিংবা ভর্তির জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অন্য কোন কারণে কোন আসন শূন্য হলে, বোর্ড শিক্ষার্থীদের পছন্দক্রম অনুযায়ী ঐ শূণ্য আসনের ২য় মেধাক্রম প্রকাশ করবে।

৫.৪ ভর্তির সময় প্রার্থীকে মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র এবং যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রার্থী এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক ইস্যুকৃত প্রশংসাপত্র দাখিল করতে হবে।

৫.৫ (১) সেশন চার্জসহ ভর্তি ফি সর্বসাকুল্যে মফস্বল/পৌর (উপজেলা) এলাকায় ১,০০০/- (এক হাজার)/ পৌর (জেলা সদর) এলাকায় ২,০০০/- (দুই হাজার)/ ঢাকা ব্যতিত অন্যান্য মেট্রোপলিটান এলাকায় ৩০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি হবে না।

(২) ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্থিত এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে ৫,০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকার অতিরিক্ত অর্থ আদায় করতে পারবে না। ঢাকা মেট্রোপলিটান এলাকায় অবস্থিত আংশিক এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং এমপিও বহির্ভূত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য শিক্ষার্থী ভর্তির সময় মাসিক বেতন, সেশন চার্জ ও উন্নয়ন ফিসহ বাংলা মাধ্যমে সর্বোচ্চ ৯,০০০/- (নয় হাজার) টাকা এবং ইংরেজি ভার্সনে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা গ্রহণ করতে পারবে। উন্নয়ন খাতে কোন প্রতিষ্ঠান ৩,০০০/- (তিন হাজার) টাকার বেশি আদায় করতে পারবে না।

(৩) দরিদ্র, মেধাবী ও প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ভর্তিতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উল্লিখিত ফি যতদূর সম্ভব মওকুফের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.৬ কোন শিক্ষার্থীর নিকট হতে অনুমোদিত ফি-এর অতিরিক্ত কোন অর্থ গ্রহণ করা যাবে না এবং অনুমোদিত সকল ফি যথাযথ রশিদ প্রদানের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে।

৫.৭ শিক্ষার্থীদের নিকট থেকে ভর্তির সময় বোর্ড কর্তৃক নিম্নোক্ত অনুমোদিত ফি গ্রহণ করতে হবে, যথা ঃ

ক্রমিক	**বিবরণ**	**পরিমাণ**
১.	রেজিস্ট্রেশন ফি	১২০.০০
২.	ক্রীড়া ফি	৩০.০০
৩.	রোভার /রেঞ্জার ফি	১৫.০০
৪.	রেড ক্রিসেন্ট ফি	২০.০০
৫.	বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফি	৭.০০
৬.	বার্ষিক ক্রীড়া মঞ্জুরী ফি (প্রতিষ্ঠান প্রতি)	২০০.০০

তবে শর্ত থাকে যে, কোন শিক্ষার্থীর পাঠ বিরতি থাকলে, বিলম্বে ভর্তি হলে এবং শাখা/বিষয় পরিবর্তন করলে তার নিকট হতে উপরিউক্ত ফি-এর অতিরিক্ত নিম্নোক্ত ফি গ্রহণ করা যাবে, যথা ঃ

ক্রমিক	**বিবরণ**	**পরিমাণ**
১.	পাঠ বিরতি ফি	১০০.০০
২.	বিলম্ব ভর্তি ফি	৫০.০০
৩.	শাখা/বিষয় পরিবর্তন ফি	২৫.০০

লেখাপড়া বিডি.কম
হাতের মুঠোয় লেখাপড়ার সকল তথ্য...

৫.৮ ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা জমাদানের সময় প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত উপরোল্লিখিত ফি এর বিবরণীর সাথে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খাত ওয়ারী গৃহীত অন্যান্য ফি'র বিবরণী আলাদাভাবে জমা দিতে হবে।

৬। **ভর্তি, ক্লাস শুরু, শাখা/বিষয় পরিবর্তন** ঃ(১) ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য নিম্নোক্ত সময়সূচি অনুসরণ করতে হবে ঃ

ক্রমিক	বিষয়	তারিখ
ক.	ভর্তির আবেদনপত্র/ এসএমএস গ্রহণের তারিখ (যারা পুণঃ নিরীক্ষনের জন্য আবেদন করবে তাদের ও এই তারিখে আবেদন করতে হবে)	০৬/০৬/২০১৫ থেকে ১৮/০৬/২০১৫
খ.	পুন:নিরীক্ষণের ক্ষেত্রে যাদের ফল পরিবর্তন হবে তাদের জন্য ভর্তির আবেদনপত্র/ এসএমএস গ্রহণের শেষ তারিখ	২১/০৬/২০১৫
গ.	ভর্তির জন্য মনোনীত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশের তারিখ	২৫/০৬/২০১৫
ঘ.	বিলম্ব ফি ছাড়া ভর্তি ও ফি জমার শেষ তারিখ	৩০/০৬/২০১৫
ঙ.	ক্লাস শুরু করার তারিখ	০১/০৭/২০১৫
চ.	বিলম্ব ফিসহ ভর্তি ও ফি জমার শেষ তারিখ	২৬/০৭/২০১৫
ছ.	ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীগণের একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট বোর্ডে জমা দেয়ার তারিখ	০৯/০৮/২০১৫ থেকে ১৩/০৮/২০১৫
জ.	ব্যবহারিক ক্লাস শুরু করার তারিখ	০১/০৮/২০১৫
ঝ.	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক শিক্ষার্থীর শাখা/বিষয় পরিবর্তনের ডিডি করার শেষ তারিখ	১০/০৯/২০১৫
ঞ.	শাখা/বিষয় পরিবর্তনকারী শিক্ষার্থীর ডিডিসহ তালিকা বোর্ডে প্রেরণের শেষ তারিখ	১৭/০৯/২০১৫
ট.	পূরণকৃত eSIF submission এর তারিখ	২৭/০৯/২০১৫ থেকে ২৬/১০/২০১৫

৭। **কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন** ঃ-

৭.১ যদি কোন শিক্ষার্থী অনুচ্ছেদ ৩ এর বিধানমতে কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও একই শিক্ষাবর্ষে অনুচ্ছেদ ৬ ক্রমিক (ছ) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিলম্ব ফিসহ ভর্তির শেষ তারিখের মধ্যে অন্য কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পান এবং উক্ত অন্য কলেজে ভর্তি হতে ইচ্ছুক হন, তাহলে উক্ত শিক্ষার্থী তার অভিভাবকের সম্মতিসহ সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে তার ভর্তি বাতিল করার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। উল্লিখিতরূপে আবেদন করা হলে সংশ্লিষ্ট কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান **তার ভর্তি বাতিল পূর্বক জমাকৃত তার মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট/নম্বরপত্র ফেরত দিবে (এ ক্ষেত্রে বোর্ডের অনুমতির প্রয়োজন নেই)।**

৭.২ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া একাদশ শ্রেণিতে ভর্তিকৃত কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করা যাবে না কিংবা বোর্ডের পূর্বানুমতি ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যুকৃত ছাড়পত্রের বরাতে ভর্তি করা যাবে না। তবে শুধুমাত্র সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরীজীবী পিতা বা মাতার বদলীজনিত কারণে কোন ছাত্র/ছাত্রীর ছাড়পত্র ইস্যু করতে বা ভর্তি করতে বোর্ডের পূর্বানুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না। এরূপ ক্ষেত্রে বদলীকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীর বদলীর আদেশপত্র প্রদর্শন করে প্রতিষ্ঠান হতে ছাড়পত্র নেয়া যাবে এবং নতুন কর্মস্থলে যোগদানপত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট চাকুরীজীবীর সন্তানকে বদলীকৃত কর্মস্থলে উপযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা যাবে। এক্ষেত্রে কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষকে এ ধরনের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রেশন ফিসহ প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড জমা দিতে হবে।

৭.৩ কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কোন অবস্থাতেই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কোন শিক্ষার্থীর মূল একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট উক্ত শিক্ষার্থী বা তার অভিভাবক বা তাদের অভিভাবক যে কোন একজনের নিকট হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তর করবে না বা অন্য কোন অজুহাতে কোন শিক্ষার্থীর একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট আটক রাখতে পারবে না।

৮। **অনুমতি বা স্বীকৃতিবিহীন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিষিদ্ধ** ঃ-

৮.১ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিবিহীন কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে কোন অবস্থাতেই ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না। সকল বোর্ড এক্ষেত্রে সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে।

৮.২ পাঠদানের প্রাথমিক অনুমতিপ্রাপ্ত অথবা স্বীকৃতিপ্রাপ্ত কোন কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে অননুমোদিত শাখা এবং অননুমোদিত কোন বিষয়ে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তি করা যাবে না।

৯। **নীতিমালার প্রবর্তন ও প্রয়োগ ঃ-**

৯.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্র/ছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে এ নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৯.২ এই নীতিমালায় যা কিছুই থাকুক না কেন অনুচ্ছেদ ২এর দফা (২.১) এবং অনুচ্ছেদ ৩ এর দফা (৩.২), (৩.৩) ও (৩.৪) কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ভিন্ন নির্দেশনা জারি করা হবে।

৯.৩ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে এই নীতিমালার কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটানো হলে বেসরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে পাঠদানের অনুমতি বা স্বীকৃতি বাতিলসহ কলেজটির এম.পি.ও ভুক্তি বাতিল করা হবে এবং সরকারি কলেজ/সমমানের প্রতিষ্ঠানে ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তরিখঃ ০১/০৬/২০১৫
(মো. নজরুল ইসলাম খান)
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

লেখাপড়া বিডি.কম
হাতের মুঠোয় লেখাপড়ার সকল তথ্য...

নং শাখা-৬/১৩বিবিধ-২৮/২০০৭ (খণ্ড-২)-৫৪৭ তারিখ ঃ ০৭/০৬/২০১৫

সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১। কমিশনার, (সকল বিভাগ)
২। মহা-পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৩। মহা-পরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/দিনাজপুর/যশোর/কুমিল্লা/চট্টগ্রাম/বরিশাল/সিলেট।
৫। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড/কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৬। যুগ্ম সচিব (মাধ্যমিক), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। পরিচালক, ব্যানবেইস, পলাশী, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৮। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। অধ্যক্ষ, (সকল)।
১১। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য)।
১২। পি.ও টু অতিরিক্ত সচিব (কলেজ)/যুগ্ম-সচিব (কলেজ), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৭/৬/২০১৫

(মোঃ আব্দুল মান্নান)
সিনিয়র সহকারী সচিব